পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৭০০ ০০৭

ফোন নং (০৩৩) ২২৪১-২০৬০

।।কোন প্রেক্ষাপটে আজকের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।।

আজ সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন। আজকের প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত এক অতল অনিশ্চয়তায় তলিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা সরেজমিনে হয়তো খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করছেন না অনেকেই। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার এই বিপর্যয়ে আগামী দিনে বিপন্ন হবে সমগ্র দেশ ও জাতি। বিগত কয়েক দশক ধ'রে এদেশে পাবলিক ফান্ডেড এডুকেশনকে সুপরিকল্পিত ভাবে সঙ্কুচিত করে বেসরকারীকরণের রাস্তাকে যেভাবে প্রসারিত করা হয়েছে তাতে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ড্রপ আউটের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। কোভিড অতিমারিতে লকডাউনের সময় এই সংকট আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমরা দেখেছি লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে কোভিড অতিমারিতে। NEP- 2020 যা কিনা অতিমারিতে লাগু হয়েছে তাতে এইসব ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করার, তাদের শিক্ষাঙ্গনে ফিরিয়ে আনার কোনো কর্মসূচি প্রতিফলিত হয়নি। উপরন্তু অতিমারির আবহের সুযোগ নিয়ে অনলাইন শিক্ষার বাজার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বেসরকারী উদ্যোগপতিদের। পাবলিক ফান্ডেড এডুকেশনকে নির্মূল করবার লক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত NEP- 2020। এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে AIFUCTO, WBCUTA সহ বহু সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। NEP- 2020 মোতাবেক কোভিডোত্তর ভারতবর্ষেও ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষাক্রমের সাথে অনলাইন ক্লাসকে কার্যত বাধ্যতামূলক করে তোলাই সরকারের মূল এ্যাজেন্ডা যা কিনা শিক্ষার ঢালাও বেসরকারীকরণকেই চরিতার্থ করতে চলেছে। উচ্চশিক্ষায় চারবছরের স্নাতক কোর্সের প্রচলন, মাল্টিপল এন্ট্রি, মাল্টিপল এক্সিট গোত্রের হঠাৎ এক মার্কিন মডেল প্রবর্তন... সবেরই লক্ষ্য হলো শিক্ষায় সাধারণ মধ্যবিত্তের ড্রপ আউট হওয়ার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে পাবলিক ফান্ডেড এডুকেশন থেকে দায়বদ্ধতা প্রত্যাহার করে কায়েমী স্বার্থে শিক্ষার বেসরকারীকরণের পথ সুগম করে দেওয়া। এই ব্যবস্থার পরিণতি কী তা আমরা টের পেতে শুরু করেছি। এবছরে স্নাতক স্তরে ভর্তির পরিসংখ্যান এপর্যন্ত অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কলেজে কলেজে প্রথম বর্ষের ভর্তিতে ছাত্রছাত্রীর আকাল বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা বিভাগ নির্বিশেষে । ছাত্রছাত্রীরাই মেন স্ট্রীম শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে NEP-2020-কে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে রাজ্য সরকার শুরুতে NEP বিরোধিতার রব তুলে, বিকল্প শিক্ষানীতি রূপায়ণে একাধিকবার কমিটি গঠন করে কোনো রিপোর্ট আজ অবধি প্রকাশ করেন নি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কার্যত এরাজ্যে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে NEP- 2020 লাগু করা হয়েছে। পরিকাঠামো খতিয়ে না দেখে এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু করা হয়েছে। আজ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এরাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলো দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল। দিকে দিকে আক্রান্ত, লাঞ্ছিত হচ্ছেন শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাকর্মীরা। রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থায় স্নাতকস্তরের শিক্ষকদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। সেনেট, ইউ. জি. কাউন্সিল অথবা সিন্ডিকেটের নির্বাচন হয় না। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ আইন (২০১৭) লাগু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় আবার উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের সংঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অভূতপূর্ব অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের নিয়োগ করা উপাচার্যদের বরখাস্ত করা হ'চ্ছে বেনিয়মের কারণে অথচ আবার রাজ্যপাল অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে যাঁদের নিয়োগ করছেন তাও সর্বতোভাবে ইউজিসির বিধি বহির্ভূত। অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, প্রাক্তন আইপিএস অফিসারদের, যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। রাজ্য সরকার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যপদে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের স্থলাভিষিক্ত করবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে আর যোগ করা হয়েছে

মুখ্যমন্ত্রীর একজন প্রতিনিধিকে। এইসব জটিলতায় এবং টানাপোড়েনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠন, প্রশাসনিক কাজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য এবং স্থায়ী ডিন নিয়োগ করা প্রয়োজন।

এরাজ্যে শিক্ষার আজ অবর্ণনীয় দুর্দশা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে আজ এক দশকেরও বেশি সময় দুষ্কৃতিদের অবাধ বিচরণ। শাসক দলের অনুগামী না হলে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার অথবা পরিবেশ নেই শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের। স্কুল কলেজের গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থাকে কার্যত ধ্বংস করা হয়েছে। বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় আসবার পর থেকেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের সূচনা হয় একে একে ভাঙ্গর কলেজ, ইটাহার কলেজ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে। আজ এক দশক পার করেও সেই সন্ত্রাস নানা চেহারায় জারি আছে। বর্তমান সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে একের পর এক শিক্ষকদের জব্দ করা নির্দেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের এহেন শিক্ষক বিরোধী নির্দেশনামার বিরুদ্ধে এই সময়কালে কত মামলা হয়েছে তার হিসেব নিলেই বোঝা যাবে শিক্ষকদের প্রতি এই সরকারের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক মামলায় সরকার হেরেছে, অনেক মামলা এখনো বিচারাধীন। বিকাশ ভবনের এক বড় অংশের আধিকারিকরা এই ধরনের শিক্ষকবিরোধী মানসিকতা নিয়ে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা অধ্যাপকদের পেশাগত ন্যায্য অধিকার থেকে আরম্ভ করে পদোন্নতি ও বিবিধ বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের হেনস্থা করে চলেছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দ্বিতীয় দফায় শিক্ষামন্ত্রকে পুনর্বাসনের পর আজ অবধি অধ্যাপক সমিতির কোনো চিঠির প্রাপ্তি স্বীকারের সৌজন্যটুকুও দেখান নি। তাঁর সাথে সাক্ষাতের অসংখ্য আবেদন জানিয়েও তাঁর মুখোমুখি হতে পারিনি আমরা। অধ্যাপকদের প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অধ্যাপক সংগঠনের কাছে তিনি অধরা, তিনি যেন রক্তকরবীর রাজা।

পাশাপাশি এই সরকারের শাসনকালে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতির এক ভয়াবহ পরিসংখ্যান সারা দেশ তথা গোটা পৃথিবীতে আমাদের রাজ্যের সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীসহ, অধ্যক্ষ, উপাচার্য, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মর্যাদার অসংখ্য ব্যক্তি আজ কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন। আর সমস্ত যোগ্যতামানে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যাদের ন্যায্য চাকরি ছিনতাই হয়ে গেছে তারা আজ প্রায় দুবছর ধরে ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে অবস্থানরত ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায়। এই আবহেই ২০ দফা দাবির ভিত্তিতে আমাদের আজকের এই প্রতিবাদ অবস্থান। আমাদের রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহ বিপর্যয়ে আজকের দিনটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। আজ আমাদের সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠন এ.আই.ফুকটো. NEP- 2020 বাতিল, শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ সহ বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় সীমাহীন অনাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন সংগঠিত করতে সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

WBCUTA, WBCURTWA, CUTA, JUTA, RBUTA, KUTC, VUTA, NSOUTA, BUTA, AUTA, RUTA, BCKVTA,WBUAFSTA, UBKVSS, TEACHERS OF PRESIDENCY UNIVERSITY, MAKAUT, DHWU